গোড়ায় গলদ নিয়ে এগোচ্ছিল ছাত্রদলের কাউন্সিল

নজরুল ইসলাম

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:২১

ছাত্রদলের কাউন্সিল প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই ভুল করেছে বিএনপি। বিশেষ করে ৩ জুন রাতে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত; শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রদলের ক্ষুব্ধ ১২ নেতাকে বহিষ্কার; কাউন্সিল করতে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন না করে বিএনপি নেতাদের সমন্বয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, যাচাই-বাছাই কমিটি ও আপিল কমিটি গঠন এবং এসব কমিটির নেতাদের কার্যক্রম কোনোটাই বিধিসম্মত হয়নি। শুক্রবার রাতে গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিএনপিপন্থি আইনজীবী নেতারা দলের গঠনতন্ত্র ও আরপিও বিশ্লেষণ করে এসব ত্রুটি পেয়েছেন। বিএনপি

মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেছেন, ছাত্রদলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানই নিয়েছেন। আমাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানই পারেন সিদ্ধান্ত নিতে, তিনি নিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ লিগ্যাল।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্রদল হচ্ছে বিএনপির সহযোগী সংগঠন। সংগঠনটি নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে। লিখিতভাবে বিএনপির কোনো নেতা ছাত্রদলের কর্মকা- সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিএনপির গঠনতন্ত্রের ১৩ ধারায় বলা আছে, ছাত্রদল ও শ্রমিক দল নিজ নিজ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

advertisement

আইনজীবীরা বলছেন, কাউন্সিল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে বিএনপি নেতাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং তাদের স্বাক্ষরে সব কার্যক্রম হয়েছে, যা আইনত গঠনতন্ত্রবিরোধী। আবার ছাত্রদলের চূড়ান্ত গঠনতন্ত্রও নেই। যা আছে তা-ও খসড়া। এ অবস্থায় ছাত্রদলের কাউন্সিলে বিএনপির হস্তক্ষেপ দূর করতে যা যা করণীয় সেই উদ্যোগ নিতে হবে। কাউন্সিলরদের সভা ডেকে বিলুপ্ত কমিটির নেতাদের সমন্বয়ে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন অথবা কাউন্সিলরদের কয়েকজনকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে বর্তমান সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন আইনজীবীরা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা হলোÑ ইউনিট কমিটির কাউন্সিলর (ভোটার) কাউকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া। প্রয়োজনে কয়েকজন কাউন্সিলরকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নেতারা বলেছেন, আইনি প্রক্রিয়ায় ছাত্রদলের কাউন্সিল নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান কঠিন হবে। তারা বলেছেন, এর সঙ্গে অন্যপক্ষের সরাসরি হস্তক্ষেপ রয়েছে। এই অবস্থায় জেলা, মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শীর্ষ নেতা অথবা কাউন্সিলরদের বৈঠক আহ্বান করে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন নেতারা।

একটি সূত্র জানিয়েছে, মামলার বাদী ছাত্রদল নেতা আমানউল্লাহ আমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে থাকা নেতাদের মতামত হচ্ছে, যেহেতু আমান ব্যক্তি উদ্যোগে মামলা করেছেন, তাই এ মামলা তিনি প্রত্যাহার করে নিলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে। এই আমান ছাত্র রাজনীতির প্রথমে বরিশাল অঞ্চলের সাবেক ছাত্রনেতা, বর্তমানে যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষস্থানীয় এক নেতার গ্রুপ করতেন। ওয়ান-ইলেভেনের সময় বরিশাল অঞ্চলের আরেক সাবেক ছাত্রনেতার অনুসারী হয়ে সংস্কারপন্থিদের গ্রুপে যোগ দেন। ওয়ান-ইলেভেনের সময় সংস্কারপন্থিদের পক্ষ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখনকার ছাত্রদল নেতাদের ওপর হামলা করেছিলেন আমান। পরে নানা গ্রুপে নিজেকে জড়ালেও কোনো গ্রুপেই স্থির থাকেননি।

এদিকে ছাত্রদলের কাউন্সিলের ওপর আদালতের দেওয়া শোকজের জবাব তৈরি করছে বিএনপি। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তা তৈরি করা হচ্ছে, যেন আইনি কোনো ফাঁকফোকর না থাকে। পাশাপাশি নিম্ন আদালতের দেওয়া আদেশ স্থগিত চেয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার চিন্তাও করা হচ্ছে। তবে দলের সিনিয়র এক নেতা বলেন, উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল করলে ছাত্রদলের পুরো কার্যক্রম থমকে যাবে।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ছাত্রদলের কাউন্সিল পরিচালনায় গঠিত আপিল কমিটির প্রধান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, আমরা আদালতে যাব, এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থগিতাদেশের বিষয়টি ফয়সালা হলে কাউন্সিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

দলের কয়েকজন ক্ষুব্ধ নেতা গতকাল আমাদের সময়কে জানিয়েছেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আগেই পরামর্শ দিয়েছিলেন, কাউন্সিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিএনপিকে জড়ানো ঠিক হবে না। এতে ভবিষ্যতে কেউ আইনের আশ্রয় নিলে কাউন্সিল আটকে যেতে পারে। ওই সময় বিলুপ্ত কমিটির নেতাদের সমন্বয়ে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল।

জানা গেছে, কাউন্সিলের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে বিএনপির সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী হয়নি, তা মামলায় উল্লেখ করেছেন বাদী।

জানতে চাইলে বিএনপির বিশেষ সম্পাদক ও কাউন্সিল পরিচালনায় গঠিত আপিল কমিটির সদস্য ড. আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, ছাত্রদলের কাউন্সিল প্রক্রিয়ার শুরুতে কিছুটা ভুল হয়েছে তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু একটি দলের রাজনৈতিক কর্মকা- তার নিজস্ব ব্যাপার। এ নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। সরকার নীলনকশার অংশ হিসেবে আদালত দিয়ে ছাত্রদলের কাউন্সিলে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, যেন বিরোধীদল রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে না পারে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আইনি কোনো ফাঁকফোকরে যেন পুনর্গঠন আটকাতে না পারে সেদিক খেয়াল রাখা হবে।

জানতে চাইলে বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা নিম্ন আদালতকে ব্যবহার করে এমন একটি অবৈধ আদেশ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তার পরও আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আদালতের শোকজের জবাব দেওয়া হবে।

এদিকে গতকাল শনিবার সকাল থেকে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা কয়েকশ কর্মী-সমর্থক নিয়ে কাউন্সিলের পক্ষে স্লোগান দেন। এ সময় তারা খালেদা জিয়ার মুক্তিরও দাবি জানান।

সভাপতি প্রার্থী হাফিজুর রহমান বলেন, কাউন্সিল স্থগিত সরকারের ষড়যন্ত্র। এতে ক্ষতি হয়নি বরং ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী শাহ নাওয়াজ বলেন, কাউন্সিল যতদিন না হবে ততদিন আমরা যারা প্রার্থী হয়েছি তারাসহ নেতাকর্মীরা মাঠে আছি এবং থাকব। একই ধরনের মন্তব্য করেন সভাপতি প্রার্থী কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণ, ফজলুর রহমান খোকন, মামুন খান, এরশাদ খান, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল হাওলাদার, আমিনুর রহমান আমিন, জাকিরুল ইসলাম প্রমুখ।